সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানি পরিচালক-পর্ষদের প্রতিবেদন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম

সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর সম্ভাষণ। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ডের উপর প্রস্তুতকৃত পরিচালক পর্ষদ ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারায় প্রাকৃতিক গ্যাসের অবদান অপরিসীম। পরিবেশ বান্ধব ও মূল্য সাশ্রয়ী হওয়ায় দেশে প্রাথমিক জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আমরা গর্বের সাথে স্মরণ করতে পারি যে, ১৯৫৫ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে দেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার ও ১৯৬০ সালে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের মধ্য দিয়ে এ ভূখন্ডে সর্বপ্রথম জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার, উত্তোলন, উৎপাদন ও বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে গত পাঁচ যুগেরও অধিক সময় ধরে এসজিএফএল অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত রচনা করেছিলেন তার অন্যতম দু'টি গ্যাস ক্ষেত্র 'রশিদপুর' ও 'কৈলাশটিলা' এসজিএফএল পরিচালনা করছে। এসজিএফএল-এর ৪১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদ জাতির পিতার এ অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর এ দূরদর্শী ও রাষ্ট্রনায়কোচিত অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর স্মৃতি বিজড়িত ২টি গ্যাস ফিল্ড যথা- রশিদপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয় যা গত ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩' এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি মহোদয় উন্মোচন করেন। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশজ জ্বালানির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের অন্যতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান, নতুন কূপ খনন, বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন, গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন, গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ, ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ ও রূপকল্প-২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে জাতির পিতার দেখানো পথে দেশীয় উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতঃ টেকসই নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিৎ করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যা বিশ্বে এক অনুসরণীয় রোল মডেল। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে দেশের উত্তরোত্তর উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উত্তোলন, আহরণ, বিতরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে এসজিএফএল নিরলস প্রচেষ্টা ও গৌরবদীপ্ত পথ চলা অব্যাহত রাখছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বর্তমানে কোম্পানির ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১২টি কূপ হতে দৈনিক কম-বেশী ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এবং দৈনিক ৬০০ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদন হচ্ছে। এসজিএফএল-এর গ্যাসের সাথে উল্লেখযোগ্যহারে উপজাত কনডেনসেট উৎপাদিত হয় যা কোম্পানির জন্মলগ্ন হতে নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন এবং বিপণন করা হয়। দেশের তরল জ্বালানি চাহিদা পূরণে এ কোম্পানির রশিদপুরে দৈনিক ৩৭৫০ ও ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন দু'টি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

উক্ত প্লান্টদ্বয় হতে উৎপাদিত পেট্রোলকে অকটেনে রূপান্তরের জন্য রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে যা ২০ মে ২০২১ হতে উৎপাদনে রয়েছে। এ সকল প্লান্টের মাধ্যমে দৈনিক ২১০০ ব্যারেল অকটেন (RON95), ১৪০০ ব্যারেল পেট্রোল (RON89), ২০০ ব্যারেল ডিজেল, ২৫০ ব্যারেল কেরোসিন ও ৩০ ব্যারেল এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদিত অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন দেশের আমদানি নির্ভর তরল জ্বালানির চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মানসম্মত পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার পাশাপাশি গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বন্ধ থাকা বিয়ানীবাজার-১নং কূপ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনরুৎপাদনে আনা হয়েছে। এছাড়া, দেশের জ্বালানি সংকট নিরসনে ২০২৪ সালের মধ্যে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার, ৭টি নতুন কূপ খনন ও ১টি গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে বর্তমান উৎপাদনের সাথে আরো দৈনিক ১৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সংযোজন করা সম্ভব হবে মর্মে আমি আশাবাদী। এছাড়া, বিয়ানীবাজার ফিল্ডের গ্যাস রিজার্ভ ও রিসোর্স মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ত্রি-মাত্রিক সাইসমিক ডাটা এ্যাক্যুইজিশন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ্যাকরেজ ব্লক ১৩ ও ১৪-এ ৮৬৫ বর্গকিলোমিটারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৬০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ত্রি-মাত্রিক সাইমিক জরিপ ডাটা সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে।

১.০ উৎপাদনশীল গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর সার্বিক অবস্থা

এসজিএফএল-এর পরিচালনাধীন ৪টি গ্যাস ক্ষেত্র হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৩টি কূপের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে প্রায় ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদিত হয়। কোম্পানির কার্য পরিসীমায় উৎপাদনরত ৪টি গ্যাসক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

হরিপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৫৫ সালে হরিপুরে আবিষ্কৃত দেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্রে এযাবৎ মোট ৯টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. কর্তৃক সম্পাদিত ৩ডি সাইসমিক রিভিউ প্রতিবেদন অনুযায়ী হরিপুর ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮৫ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ২২২.৭৭ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৭.৮৬ ভাগ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৩টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৫.৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট হারে উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল-এ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৩.৫৫ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উক্ত ফিল্ডের উৎপাদিত কনডেনসেট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ফিল্ডে সিলেট-১০নং কূপ খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ড

১৯৬১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এযাবৎ মোট ৭টি কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৮৭৮.৮০ বিলিয়ন ঘনফুট (মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. ২০১৮)। ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৮০১.৯২ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৯১.২৫ ভাগ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৩টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩১.৯০ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল ও এমএসটিই প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল এবং উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে উৎপাদিত দৈনিক প্রায় ৩৯৮ ব্যারেল কনডেনসেট রশিদপুরে স্থাপিত নিজস্ব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্রাপ্ত পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন বিপিসি'র আওতাধীন বিপণন কোম্পানিসমূহকে সরবরাহ করা হয়। আরপিজিসিএল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণ না করার কারণে বর্তমানে কৈলাশটিলা এমএসটিই প্লান্ট হতে এনজিএল উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ফিল্ডে কৈলাশটিলা-২নং কূপের ওয়ার্কওভার ও কৈলাশটিলা-৮নং কূপ খনন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে যা সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক (১৫+২১)= ৩৬ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড

১৯৬০ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে এযাবৎ মোট ১১টি কূপ খনন করা হয়। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১,২৯৭.১০ বিলিয়ন ঘনফুট (মেসার্স স্লামবার্জার সিয়াকো ইনক. ২০১৮)। ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৭০২.৩২ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৪.১৫ ভাগ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ৫টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ৪৩.৮৭ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস ৩টি সিলিকাজেল ও ১টি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের উপজাত হিসেবে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩৮.৫৯ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়।

বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড

১৯৮১ সালে আবিষ্কৃত এ গ্যাসক্ষেত্রে মোট ২টি কূপ খনন করা হয়। আরপিএস এনার্জি কর্তৃক ২০১০ সালে প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিয়ানীবাজার ফিল্ডের প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০৩ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এ ফিল্ড হতে উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ১০৯.৬৬ বিলিয়ন ঘনফুট যা উত্তোলনযোগ্য মজুদের শতকরা ৫৪.০২ ভাগ।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এ ফিল্ডের উৎপাদনরত ২টি কূপ হতে গড়ে দৈনিক প্রায় ১১.২৪ মিলিয়ন ঘনফুট উৎপাদিত গ্যাস সিলিকাজেল প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে জেজিটিডিএসএল-কে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া, গ্যাসের সাথে গড়ে দৈনিক প্রায় ১৭১.৬৯ ব্যারেল কনডেনসেট উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে আলোচ্য ফিল্ডের দু'টি কূপ হতে দৈনিক ১৫.৫ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

১.১ পরিচালন কার্যক্রম

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড যথা: হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ড হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট ১৩টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন করা হয়। শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট রশিদপুরে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটের মাধ্যমে প্রসেস করে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি উৎপাদন করা হয়। এছাড়া, এসজিএফএল-এর নিজস্ব কনডেনসেটের অংশবিশেষ এবং এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনায় বাপেক্স-এর ফেঞ্চুগঞ্জ ও শেভরনের মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ডে উৎপাদিত কনডেনসেট, জেজিটিডিএসএল-এর শাহজীবাজার ডিআরএস-এ সংগৃহিত কনডেনসেট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ্যাকুয়া রিফাইনারী লিমিটেড-এ সরবরাহ করা হয়।

সিলেটের কৈলাশটিলায় স্থাপিত দেশের একমাত্র মলিকুলার-সীভ টার্বো-এক্সপ্যান্ডার প্লান্ট (এমএসটিই)-এর মাধ্যমে আহরিত এনজিএল পেট্রোবাংলার কোম্পানি আরপিজিসিএল-এর নিকট সরবরাহ করা হয়। কিন্তু আরপিজিসিএল-এর এনজিএল ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে উৎপাদিত পেট্রোল বিএসটিআই মানমাত্রার না হওয়ায় বিপিসি'র কোম্পানিসমূহ আরপিজিসিএল-এর কৈলাশটিলা প্লান্ট হতে পেট্রোল উত্তোলন বন্ধ করে দেয়। ফলে এসজিএফএল-এর এমএসটিই প্লান্ট হতে বর্তমানে আরপিজিসিএল-এ এনজিএল সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

১.২ প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট/স্থাপনাসমূহের বিবরণ

এসজিএফএল-এর ফিল্ডসমূহে স্থাপিত গ্যাস প্রসেস প্লান্ট, কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিটের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক) গ্যাস প্রসেস প্লান্ট:

গ্যাস ফিল্ডের নাম	প্লান্টের ধরন (স্থাপনকাল)	প্ল্যান্টের সংখ্যা	দৈনিক প্রসেসিং ক্ষমতা (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদিত পণ্য
হরিপুর	সিলিকাজেল (১০৬০-৬১)	১	৩০	গ্যাস, হেভী কনডেনসেট ও লাইট কনডেনসেট
কৈলাশটিলা	সিলিকাজেল (১৯৮২-৮৩)	১	৩০	
	এমএসটিই (১৯৯২-৯৫)	১	৯০	
রশিদপুর	সিলিকাজেল (১৯৯১-৯৩; ১৯৯৯-২০০০)	৩	১৫০	
	গ্লাইকল (১৯৯১-৯৩)	১	৭০	
বিয়ানীবাজার	সিলিকাজেল (১৯৯৯)	১	৬০	

খ) কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট ও ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট:

স্থাপনার নাম	বিদ্যমান প্রসেস প্লান্ট			
	প্লান্টের স্থাপনকাল	ইউনিট সংখ্যা	দৈনিক প্রসেসিং ক্ষমতা (ব্যারেল)	পণ্য
৩০০০ বিপিডি ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ)	২০২১	১	৩০০০	অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি
৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট	২০১৮	১	৪০০০	
রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি)	২০০৯	১	২৫০০	পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিন
	২০১২	১	১২৫০	
হরিপুর ডিস্টিলেশন ইউনিট	১৯৬১	১	৬৮	বর্তমানে বন্ধ রয়েছে
কৈলাশটিলা ফ্র্যাকশনেশন ইউনিট	১৯৮৩	১	৩০০	

২.০ উৎপাদন পরিসংখ্যান

২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে হরিপুর, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডের ১৩টি কূপ হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট হারে সর্বমোট ৩৩.৭৪ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন ও তৎপূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ড ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ফিল্ড	২০২২-২০২৩		২০২১-২০২২	
	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)	উৎপাদনরত কূপ (কূপ নং)	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন ঘনফুট)
হরিপুর	৩টি (৭, ৮ ও ৯)	১৯৮৫.৫৭২	৩টি (৭,৮ ও ৯)	২২৩৪.৭১৩
কৈলাশটিলা	৩টি (৪, ৬ ও ৭)	১১৬৪৩.৫৪৩	৪টি (২, ৪, ৬ ও ৭)	১১৩১১.৩৩৭
রশিদপুর	৫টি (১, ৩, ৪, ৭ ও ৮)	১৬০১১.৫৮৭	৫টি (১, ৩, ৪, ৭ ও ৮)	১৬১১৭.০৭৪
বিয়ানীবাজার	২টি (১ ও ২)	৪১০৩.৩০৯	১টি (২)	২৭০১.৫৩৬
মোট	১৩টি	৩৩৭৪৪.০১১	১৩টি	৩২৩৬৪.৬৬০

২০২১-২০২২ অর্থবছরের তুলনায় কোম্পানির মোট গ্যাস উৎপাদন ১৩৭৯.৩৫১ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছরের তুলনায় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বর্তমানে লবণাক্ত পানির উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে কতিপয় কূপ হতে গ্যাস উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে চলমান ৪টি কূপ ওয়ার্কওভার (কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ এবং সিলেট-৭) ও খনন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন শেষে কোম্পানির গ্যাস উৎপাদন ধারা ইতিবাচক পর্যায়ে উন্নীত হবে মর্মে প্রত্যাশা করা যায়।

২.২ কনডেনসেট ও ন্যাচারাল গ্যাস লিক্যুইডস (এনজিএল)

২০২২-২০২৩ অর্থবছর ও পূর্ববর্তী অর্থবছরের ফিল্ডভিত্তিক কনডেনসেট ও এনজিএল উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২২-২০২৩			২০২১-২০২২		
	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল	হেভী কনডেনসেট	লাইট কনডেনসেট	এনজিএল
হরিপুর	১২৩৭.৯৫৭	৭০৮.৬৮৭	-	১,৫৩৩.৮৭৫	৬৮৯.৮৮৩	-
কৈলাশটিলা	২৩০৭৯.২৮৩	১৮.৪৫৯	-	২,১৭৭১.৯৮৫	২৪.২০৫	-
রশিদপুর	৬১৭.২২২	১৬২১.৯৬৮	-	৬৩৬.৪৩২	১,৬৪৩.৬১	-
বিয়ানীবাজার	৯৯৬২.৯৭৭	০.০০	-	৬,২৪৩.০৩১	০.০০	-
মোট:	৩৪৮৯৭.৪৩৯	২৩৪৯.১১৪	-	৩০,১৮৫.৩২৩	২,৩৫৭.৬৯৮	-
কনডেনসেট (হেভী+লাইট)	৩৭২৪৬.৫৫৩		-	৩২৫৪৩.০২১		-

২.৩ অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি

শেভরন বাংলাদেশ লিমিটেড-এর বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের কনডেনসেট গ্রহণপূর্বক এসজিএফএল-এর রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি) এবং দৈনিক ৪০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট-এ প্রক্রিয়াকরণ করে মটর স্পিরিট (RON 81), ডিজেল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। কোম্পানি বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে রশিদপুরে দৈনিক ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফর্মিং ইউনিট (সিআরইউ) স্থাপন করে। উক্ত প্লান্টের মাধ্যমে মে ২০২১ মাস হতে বিএসটিআই নির্ধারিত মানমাত্রার পেট্রোল (RON 89), অকটেন ও এলপিজি উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহে এ অর্থবছরে উৎপাদিত পেট্রোল (RON 89), অকটেন, ডিজেল, কেরোসিন ও এলপিজি'র ফিল্ড/স্থাপনাভিত্তিক উৎপাদন পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

ইউনিট: কিলোলিটার

ফিল্ড	২০২২-২০২৩					২০২১-২০২২				
	পেট্রোল	অকটেন	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি	পেট্রোল	অকটেন	ডিজেল	কেরোসিন	এলপিজি
৪০০০ বিপিডি সিএফপি ও ৩০০০ বিপিডি সিআরইউ	১০০,৪৩৯.৯১৮	৯০,৬১৬.৮০০	১৬,৬৭৫.৬৪২	২১,১১৭.৮৩৫	৯৮৮.৫৪৭	৭৯,৪৮৫.২৩৩	৪৯,৪৬৭.৫২৯	১৯,৪০০.১৬৫	২০,৭৫৫.৫০১	১,৩৬৮.৬০১
আরসিএফপি	-	-	৯০৬.০৫৫	১,৩৩৩.৭৭১	-	-	-	৬৩৫.৭৭৮	-	-
মোট	১০০,৪৩৯.৯১৮	৯০,৬১৬.৮০০	১৭,৫৮১.৬৯৭	২২,৪৫১.৬০৬	৯৮৮.৫৪৭	৭৯,৪৮৫.২৩৩	৪৯,৪৬৭.৫২৯	২০,০৩৫.৯৪৩	২০,৭৫৫.৫০১	১,৩৬৮.৬০১

৩.০ বিক্রয় পরিসংখ্যান

৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড প্রদত্ত বিভাজন অনুযায়ী জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড-এর নিকট ৩২,৬৭৭.৬২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় এবং নিজস্ব ব্যবহার ও বৈদ্যুতিক জেনারেটরসমূহে জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত ৪৪৬.৬৯ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসসহ ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ৩৩,১২৪.৩১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস বিক্রয় করা হয়। এছাড়া, এ অর্থবছরে গ্যাস প্রসেস প্লান্ট পরিচালনার কাজে (প্রসেস হিটার ও কম্প্রেসর ফুয়েল হিসেবে) ৬১৯.৭০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল মোট ৩১,৭০৩.১৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট।

৩.২ পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির বিয়ানীবাজার, কৈলাশটিলা, রশিদপুর ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হতে গ্যাস-সহজাত হেভী ও লাইট কনডেনসেট বিক্রয়ের পরিমাণ ১২,৫৬৮.৫০ কিলোলিটার। বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ডের ১৩৫ কিলোলিটার কনডেনসেট এবং শেভরন বাংলাদেশ-এর মৌলভীবাজার গ্যাস ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত ৩২৪ কিলোলিটার কনডেনসেট এসজিএফএল-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় হ্যান্ডলিং করে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে সরবরাহ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দেশে বেসরকারি পর্যায়ে নির্মিত এবং এসজিএফএল-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্ট-এর নিকট এ অর্থবছরে কোম্পানির নিজস্ব, বাপেক্সের ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড ও আইওসি হতে সংগ্রহ করে বিক্রিত কনডেনসেটের পরিমাণ ১৩,০৪১ কিলোলিটার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় (২৫,৮২০.৬২-১৩,০৪১)= ১২,৭৭৯.৬২ কিলোলিটার বা শতকরা ৪৯.৪৯ ভাগ কম। আরসিএফপি, ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি ও সিআরইউ প্লান্টের মাধ্যমে কনডেনসেট প্রক্রিয়া করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পেট্রোল ৯৮,০০৮.০০ কিলোলিটার, ডিজেল ১৭,১১৩.৮৭ কিলোলিটার, কেরোসিন ২২,৩৫৬.৮৭ কিলোলিটার, অকটেন ৮৯,৪৯৩.১৮ কিলোলিটার এবং এলপিজি ৭৪৭.৬৬ কেজি বিক্রয় করা হয়।

৪.০ আর্থিক পর্যালোচনা

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপস্থাপন করছিঃ

৪.১ বিক্রয়লব্ধ আয়

আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানির গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, এলপিজি ও এনজিএল বিক্রয়ের একটি পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলোঃ

গ্যাস: এমএমসিএফ
উপজাত দ্রব্য: কিলোলিটার

<table>
<tr><th rowspan="2">পণ্য</th><th colspan="3">২০২২-২০২৩</th><th colspan="3">২০২১-২০২২</th></tr>
<tr><th>বিক্রয়ের পরিমাণ</th><th>আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)</th><th>আয়ের হার (%)</th><th>বিক্রয়ের পরিমাণ</th><th>আয়ের পরিমাণ (কোটি টাকা)</th><th>আয়ের হার (%)</th></tr>
<tr><td>গ্যাস</td><td>৩৩,১২৪.৩১</td><td>১৭৪.১২</td><td>১০.৬৩</td><td>৩১,৭০৩.১৬</td><td>১০৫.৯২</td><td>৮.৭০</td></tr>
<tr><td>কনডেনসেট</td><td>১২,৫৬৮.৫০</td><td rowspan="7">১,৪৬৪.০০</td><td rowspan="7">৮৯.৩৭</td><td>১৬,৮৭০.৬২</td><td rowspan="7">১,১১১.০১</td><td rowspan="7">৯১.৩০</td></tr>
<tr><td>পেট্রোল</td><td>৯৮,০০৮.০০</td><td>৮০,৮৭৭.৮৩</td></tr>
<tr><td>ডিজেল</td><td>১৭,১১৩.৮৭</td><td>২০,৭১৩.৪৪</td></tr>
<tr><td>কেরোসিন</td><td>২২,৩৫৬.৮৭</td><td>২২,৪৫০.৩৫</td></tr>
<tr><td>অকটেন</td><td>৮৯,৪৯৩.১৮</td><td>৪৬,৫০৭.১২</td></tr>
<tr><td>এলপিজি (কেজি)</td><td>৭৪৭.৬৬</td><td>৪২৩.০০</td></tr>
<tr><td>এনজিএল</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">মোট আয়</td><td>১,৬৩৮.১২</td><td>১০০</td><td></td><td>১,২১৬.৯৩</td><td>১০০</td></tr>
</table>

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সর্বমোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের পরিমাণ ১,৬৩৮.১২ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৪২১.১৯ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৪.৬১ ভাগ বেশি। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর অনুকূলে কনডেনসেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত প্রাপ্তি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ায় মটর স্পিরিট ও অকটেন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এ অর্থবছরে আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২ উৎপাদন সহায়ক ব্যয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ১৬৬.৪১ কোটি টাকা উৎপাদন সহায়ক ব্যয় বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয় ১২১.৫৩ কোটি টাকা যা বাজেট বরাদ্দের তুলনায় ৪৪.৮৭ কোটি টাকা বা শতকরা ২৬.৯৬ ভাগ কম। এ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ১৩.১৯ কোটি টাকা ও প্রসেস প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ২৪.১২ কোটি টাকা কম হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন উপখাতে অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন ব্যয় না হওয়ায় আরও ৭.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩ পরিচালনা ব্যয়

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পরিচালনা ব্যয় খাতে বাজেটে প্রাক্কলন ছিল ১,১৯৫.৮২ কোটি টাকা এবং প্রকৃত পরিচালনা ব্যয় হয়েছে ১,০৮০.৯৩ কোটি টাকা যা বাজেট প্রাক্কলনের তুলনায় শতকরা ৯.৬১ ভাগ কম। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বেতন-ভাতাদি খাতে ১৩.১৯ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কম প্রয়োজন হওয়ায় ২৪.১২ কোটি টাকা, বিভিন্ন উপখাতে আরো ৭.৫৭ কোটি টাকা, অবচয় খাতে ১.৩০ কোটি টাকা, ডিপ্লিশন খাতে ০.০২ কোটি টাকা, কনডেনসেট ক্রয় খাতে ৭১.৯৬ কোটি টাকা ব্যয় বাজেটের তুলনায় কম হয়েছে। অপরদিকে, আরসিএফপি ও ৪০০০ ব্যারেল সিএফপি'র উৎপাদিত পণ্যাদির পরিবহনজনিত ব্যয় ২.৮২ কোটি টাকা এবং মজুদ সমন্বয় খাতে বাজেটের তুলনায় ০.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় বেশি হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৬৭.৪৪ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে পরিচালনা খাতে প্রকৃত ব্যয় ১,০৮০.৯৩ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২১৩.৪৯ কোটি টাকা বা শতকরা ২৪.৬১ ভাগ বেশি। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কোম্পানির ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের ফিড কনডেনসেট ক্রয় বাবদ ১৪০.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও, বেতন-ভাতাদি বাবদ ১০.৪৯ কোটি টাকা, প্লান্টের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৭.৩২ কোটি টাকা , ডিপ্লিশন বাবদ ২.৪১ কোটি টাকা, বিক্রয় ব্যয় বাবদ ২৯.৪৭ কোটি টাকা, অবচয় বাবদ ৩০.৯৫ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বিভিন্ন উপখাত বাবদ ০.৭৯ কোটি টাকা এবং মজুদ সমন্বয় বাবদ ৭.০১ কোটি টাকা ব্যয়হ্রাস পেয়েছে।

৪.৪ মুনাফা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্যাস, কনডেনসেট ও বিভাজিত পণ্যাদির বিক্রয়লব্ধ আয় এবং অন্যান্য আয়ের সাথে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ:

পণ্য	২০২২-২০২৩		২০২১-২০২২	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
গ্যাস	১৭৪.১২	৯.৯৬	১০৫.৯২	৭.৯৩
সহজাত দ্রব্য ও বিভাজিত পণ্য	১,৪৬৪.০০	৮৩.৭৪	১,১১১.০১	৮৩.১৯
সুদসহ অন্যান্য আয়	১১০.২৪	৬.৩০	১১৮.৫৬	৮.৮৮
মোট	১,৭৪৮.৩৬	১০০.০০%	১,৩৩৫.৪৯	১০০.০০

উল্লিখিত আয় হতে গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্যাদির ওপর ভ্যাট, পরিচালন ও অন্যান্য ব্যয়সহ মোট রাজস্ব ব্যয় ১,৪৪৭.৩১ কোটি টাকা বাদ দেয়ার পর এ অর্থবছরে কোম্পানি মোট ৩০১.০৫ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৮২.৩৪ কোটি টাকা বা শতকরা ৩৭.৬৫ ভাগ বেশী।

৪.৫ আর্থিক সূচকসমূহ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চসীমা ৬০:৪০ এর বিপরীতে এ অর্থবছর শেষে অনুপাত ১৮.৭৩ : ৮১.২৭ যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৯.২৬ : ৮০.৭৪। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সিলেট-১০নং কূপ খনন, রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্লান্ট পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপন প্রকল্পের বিপরীতে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে ১৬.৯৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং ১৩.৯০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়। ফলে, ঋণের নিট বৃদ্ধি ৩.০০ কোটি টাকা। ঋণ স্বল্প পরিমাণে বৃদ্ধি এবং ইক্যুইটি খাতে রেভিনিউ রিজার্ভ বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অনুপাতে ঋণের হার হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, নিট গড় স্থায়ী সম্পদের ওপর রিটার্ন শতকরা ১৮.১৯ ভাগ যা গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ১৭.১১ ভাগ।

৫.০ সরকারি কোষাগারে জমা

কোম্পানি এ অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে মোট ৫৬৫.৮৬ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে যা কোম্পানির বিক্রয়লব্ধ আয়ের শতকরা ৩৪.৫৪ ভাগ। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এ খাতে সর্বমোট প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩৯৪.৭১ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে কোম্পানির বিক্রয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বিগত অর্থবছরের তুলনায় রাজস্ব পরিশোধের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে খাতওয়ারী পরিশোধের পরিমাণ নিম্নরূপ:

খাত	২০২২-২০২৩		২০২১-২০২২	
	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)	পরিমাণ (কোটি টাকা)	হার (%)
মূসক	৩৪৩.৪৫	৬০.৭০	২১৮.০৯	৫৫.২৫
আয়কর	১৪১.৫৩	২৫.০১	৭১.৫২	১৮.১২
লভ্যাংশ	৬০.০০	১০.৬০	৮৫.০০	২১.৫৩
ডিএসএল	২০.৮৮	৩.৬৯	২০.১০	৫.০৯
মোট	৫৬৫.৮৬	১০০.০০	৩৯৪.৭১	১০০.০০

৬.০ দেনা পাওনা

৩০ জুন ২০২৩ তারিখে কোম্পানির গ্যাস এবং পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের একাউন্টস রিসিভেবল-এর পরিমাণ ৭২১.৫১ কোটি টাকা যা গড়ে ৬ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। বিপিসি'র অধীনস্থ পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড, যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এবং মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড-এর নিকট পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের বিল জানুয়ারি ২০১৫ হতে বিপিসি কর্তৃক সরাসরি এসজিএফএল-কে পরিশোধ শুরু করার পর হতে বকেয়া পাওনার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে একাউন্টস রিসিভেবল-এর পরিমাণ ছিল ৫১৮.৭৬ কোটি টাকা যা ৫ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহের নিকট কোম্পানির পাওনার পরিমাণ ৯০.৩২ কোটি টাকা যা গড়ে ৬ মাসের পাওনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এর পরিমাণ ছিল ২৭.৮৮ কোটি টাকা যা ৩ মাসের গড় পাওনার সমপরিমাণ।

অপরদিকে, এসডি ও ভ্যাটের বিপরীতে সরকারি রাজস্ব বাবদ এ সময়ে কোম্পানির আর্থিক দায়-এর পরিমাণ ৭৩.৪২ কোটি টাকা যা গড়ে ২.৫৫ মাসের দেনার সমপরিমাণ এবং কোম্পানির রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টের জন্য কনডেনসেট ক্রয় ও এসজিএফএল-এর মাধ্যমে বেসরকারি কোম্পানির নিকট বিক্রয়কৃত পেট্রোবাংলার কনডেনসেটের বিপরীতে পেট্রোবাংলার নিকট দেনার পরিমাণ ১৯৮ কোটি টাকা যা গড়ে ৩ মাসের দেনার সমপরিমাণ। পূর্ববর্তী বছরে এ দেনার পরিমাণ ছিল ২৫৫ কোটি টাকা। জিডিএফ খাতে এ যাবৎ প্রাপ্ত ঋণের অর্থের পরিমাণ ৮৫৮.৩৩ কোটি টাকা। অপরদিকে, জিডিএফ ফান্ড হতে কৈলাশটিলা-৭ কূপের

প্রাপ্ত গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক না হওয়ায় এবং রশিদপুর-১০ ও ১২ তে কোন গ্যাস না পাওয়ায় প্রকল্পসমূহের বিপরীতে গৃহীত ঋণ অনুদান হিসেবে বিবেচনা করার জন্য পেট্রোবাংলায় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৭.০ মূলধন কাঠামো

৭.১ অনুমোদিত মূলধন

কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা যা প্রতিটি ১০০.০০ টাকা মূল্যমানের ৫ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভাজন করা হয়েছে।

৭.২ পরিশোধিত মূলধন

এ অর্থবছরে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১৪২.০১ কোটি টাকা।

৭.৩ লভ্যাংশ

সরকার/পেট্রোবাংলা ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এসজিএফএল-এর ওপর ৬০.০০ কোটি টাকা লভ্যাংশ ধার্য করে যা এসজিএফএল-এর পরিশোধিত মূলধনের শতকরা ৪২.২৫ ভাগ। ধার্যকৃত লভ্যাংশ ইতোমধ্যে অগ্রিম হিসেবে পরিশোধ করা হয়েছে।

৮.০ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

দেশে ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি কোম্পানির উৎপাদনশীলতা ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

(ক) সদ্য সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প

সিলেট-৮, বিয়ানীবাজার-১ এবং কৈলাশটিলা-৭ নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৩১৬.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৪৩৭৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে এ প্রকল্পের আওতায় ৩টি কূপ ওয়ার্কওভার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ৩টি কূপ হতে দৈনিক প্রায় ১১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত আছে। কূপগুলো ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ায় দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

(খ) চলমান অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

(১) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)-এর বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৩৭০৮.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ৪৬৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ০৩-১২-২০২০ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বিয়ানীবাজার স্ট্রাকচারে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সাইসমিক ডাটা রেকর্ডিং এর মাঠ পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। আলোচ্য ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা যাবে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৩৪৩.৮০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৭১.০৬%।

(২) কৈলাশটিলা-৮নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৪০৬২.০০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১৭২৫৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ০৭-০৯-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ২১ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৭৪৫.৫৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৩৩.০৩%।

(৩) এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৩ডি সাইসমিক জরিপ প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ২৩০৩১.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২৮১৯৬.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৬-০৮-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় এ্যাকরেজ ব্লক-১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত অংশে (এসজিএফএল অংশ) প্রায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় (৮ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত) সম্পাদিতব্য ৩-ডি সাইসমিক জরীপের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ও রিসোর্স এস্টিমেট করা এবং নতুন কূপ খননের লোকেশন চিহ্নিত করা হবে। প্রকল্পের বাতচিয়া, ডুপিটিলা,

সিলেট সাউথ ও হারারগজ এলাকায় ডাটা এ্যাকুইজিশন সম্পন্ন হয়েছে এবং উক্ত ডাটা প্রসেসিং ও ইন্টারপ্রিটেশন চলমান রয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৯.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৪৯.৩৪% ।

(৪) সিলেট-১০নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ১৪৬১৯.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ২০২১৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৩-১২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২৪-০৬-২০২৩ তারিখে কূপটির খনন কাজ শুরু (spud in) হয়েছে। এ প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩১৭.৬৭ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫০.২৬% ।

(৫) রশিদপুর-৯নং কূপ হতে প্রসেস প্লান্ট পর্যন্ত গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৬৬৭২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ১৯-০১-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস অর্থাৎ, ডিসেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব এসজিএফএল হতে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ৫ কিলোমিটার পাইপলাইনের ওয়েল্ডিং কাজ এবং ট্রেঞ্চিং ও লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হলে দৈনিক কমবেশী ১০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৫১৩.২৪ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৫৩.১৫% ।

(৬) হরিপুর ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস প্রসেস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প:

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (জিডিএফ) ও কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে ৯৭৫৩.০০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট ১২৩১০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১-১০-২০২২ হতে ৩০-০৯-২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ৩১-০৮-২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। রশিদপুর গ্যাস ফিল্ড হতে স্থানান্তরতব্য ইক্যুইপমেন্ট সমূহের Dismantling কাজ ০৬-০৬-২০২৩ তারিখে শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে হরিপুর ফিল্ডের কূপসমূহ হতে উত্তোলিত গ্যাস প্রসেস করে তা সরবরাহের মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার আংশিক পূরণ করা যাবে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১৪.৮৪% ।

(৭) কৈলাশটিলা-২, রশিদপুর-২, রশিদপুর-৫ ও সিলেট-৭নং কূপ ওয়ার্কওভার প্রকল্প:

কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৮৭৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ডিপিপি ২৯-০১-২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় কৈলাশটিলা-২নং কূপের ওয়ার্কওভার ২৭-০৭-২০২৩ তারিখে শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দৈনিক কমবেশী ৩৩ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১০.৫৩% ।

৯.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভবিষ্যতে দেশের জ্বালানি সংকট নিরসন এবং কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে:

৯.১ তাৎক্ষনিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৩)

(ক) রশিদপুর-১১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(খ) সিলেট-১১নং (উন্নয়ন কূপ) ও রশিদপুর-১৩নং (অনুসন্ধান কূপ) কূপ খনন;
(গ) ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ঘ) রশিদপুর-৩, কৈলাশটিলা-৪ এবং বিয়ানিবাজার-২নং কূপ ওয়ার্কওভার।

৯.২ স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৪)

(ক) বিয়ানীবাজার-৩ ও ৪নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(খ) বাতচিয়া-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(গ) হারারগজ-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ঘ) জকিগঞ্জ (আটগ্রাম)-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(ঙ) সিলেট সাউথ-১নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন।

৯.৩ মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (২০২৫-২০৩০)

(ক) রশিদপুর-১৪নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন;
(খ) ডুপিটিলা-২নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(গ) বাতচিয়া-২নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঘ) হারারগজ-২নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঙ) জকিগঞ্জ (আটগ্রাম)-২নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(চ) সিলেট সাউথ-২নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ছ) কৈলাশটিলা-১০নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(জ) ছাতক-৩নং কূপ (এ্যাপ্রাইজাল-কাম-ডেভেলপমেন্ট) খনন (পূর্ব);
(ঝ) ছাতক ফিল্ডে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট স্থাপন;
(ঞ) ছাতক-৪নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন (ওয়েস্ট);
(ট) ছাতক-৫নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন (পূর্ব);
(ঠ) ছাতক-৬ ও ৭নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ড) ছাতক ফিল্ডে ৩ডি সাইসমিক জরিপ (২৮০ বর্গ কি:মি:);
(ঢ) সিলেট-৯নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ণ) রশিদপুর-১৫ ও ১৬নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন।

৯.৪ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (২০৩১-২০৪১)

(ক) কৈলাশটিলা-৫ ও ৬নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(খ) ডুপিটিলা-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(গ) বাতচিয়া-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঘ) হারারগজ-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ঙ) জকিগঞ্জ (আটগ্রাম)-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(চ) সিলেট সাউথ-১নং কূপ ওয়ার্কওভার;
(ছ) কৈলাশটিলা-১১নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(জ) সিলেট-১২নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঝ) ডুপিটিলা-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঞ) বাতচিয়া-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ট) হারারগজ-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঠ) জকিগঞ্জ (আটগ্রাম)-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ড) সিলেট সাউথ-৩নং কূপ (উন্নয়ন কূপ) খনন;
(ঢ) রশিদপুর-১৬ ও ১৭নং কূপ (উন্নয়ন) খনন;
(ণ) রশিদপুর-১১ ও ১৩নং কূপ ওয়ার্কওভার।

১০.০ পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা

উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি এসজিএফএল সর্বদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড ও স্থাপনা হতে গ্যাস, কনডেনসেট, পেট্রোল, অকটেন, কেরোসিন, ডিজেল, এনজিএল ও এলপিজি উৎপাদনে যথাযথ নিরাপদ কর্মপরিবেশ বিধিমালা মেনে চলা হয়। ভবিষ্যতে কোম্পানির উন্নয়ন কর্মকান্ড ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

১০.১ পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশগত বিধি-বিধান মেনে কোম্পানির সকল ফিল্ড ও স্থাপনাসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিবেশ-বান্ধব উপায়ে কূপ হতে উৎপাদিত পানি এপিআই সেপারেটরের মাধ্যমে নিষ্কাশন, কূপ/প্রসেস প্লান্ট/অফিস/আবাসিক এলাকার আগাছা নিয়মিত কেটে পরিষ্কার রাখা, সকল আবর্জনা ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট গর্তে ফেলে পুড়িয়ে নিঃশেষ করা হয়। প্লান্ট এলাকার সকল ড্রেন, স্কিম পিট ও বিভিন্ন স্কীডসমূহ পরিষ্কার, সেলারসমূহের পানি পাম্পের মাধ্যমে অপসারণ, জেনারেটর/কম্প্রেসর/গাড়ীতে ব্যবহৃত পোড়া মবিল ষ্টীল ড্রামে এবং ব্যবহৃত মবিল ফিল্টারসমূহ যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। কোম্পানির ৪০০০ বিপিডি কনডেনসেট

ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টে কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ পরিশোধন করে ডিসচার্জ করার জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) রয়েছে। অন্যান্য স্থাপনাসমূহে উৎপাদিত গ্যাস ও কনডেনসেটের সাথে তৈলাক্ত গাঁদ ও লবণাক্ত পানি পরিশোধনের জন্য ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, বিশ্বব্যাংক ও নিজস্ব অর্থায়নে পেট্রোবাংলা কর্তৃক "Technical Assistance for Carbon Abatement of the Oil and Gas Value Chain" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১০.২ নিরাপদ কর্মপরিবেশ/সেইফটি

কোম্পানির সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment, PPE) ব্যবহার করা হয়। প্লান্টে কর্মরত এবং আগত ভিজিটরদের মাঝে পিপিই ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি ফিল্ড/স্থাপনার গেট সংলগ্ন স্থানে, অফিসে এবং প্লান্টের ভিতরে পিপিই ব্যবহার সংক্রান্ত সাইনবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। ৮টি স্থাপনার প্রসেস প্লান্টের কন্ট্রোল রুমে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড বক্স রাখা আছে। কোম্পানির বিভিন্ন স্থাপনার Jockey Pump, Fire Fighting Pump, Water & Foam Deluge System, Fire Hydrant, Fire & Gas Detectors, Insulation, Threaded Joint, Flanged Joint, Pipe Fittings, Valve, বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েন্ট ও টার্মিনাল ইত্যাদির কার্যকারিতা নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়।

১০.৩ অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্যোগ মোকাবেলা

গ্যাস উৎপাদনে সার্বক্ষণিক সচল থাকা ফিল্ডসমূহে বিদ্যমান বিভিন্ন পদ্ধতির অগ্নিনির্বাপণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় প্রত্যেক স্থাপনায় ফায়ার হাইড্রেন্ট, মনিটর, ফায়ার ওয়াটার রিং লাইন কার্যকর রাখাসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর স্থানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার সংরক্ষিত আছে। কোম্পানির সকল ফিল্ড/স্থাপনায় পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার এক্সটিংগুইসার রয়েছে এবং নিয়মিত রিফিল করে ফায়ার এক্সটিংগুইসারসমূহ কার্যকর রাখা হচ্ছে। এছাড়া, প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহারের জন্য কোম্পানির নিজস্ব ২টি ফায়ার ট্রাক সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে কোম্পানির ফিল্ড/স্থাপনায় কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়নি এবং উৎপাদন নির্বিঘ্ন ছিল। ভূমিকম্প, অগ্নি-দুর্ঘটনা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে কোম্পানির জনবলকে প্রশিক্ষিত করতে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর সহযোগিতায় প্রতিবছর কোম্পানির সকল ফিল্ডে প্রশিক্ষণ ও নিয়মিত অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

১১.০ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলার সাথে এসজিএফএল-এর ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে শুরু করে প্রতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। উক্ত চুক্তিতে এসজিএফএল-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র যথা- সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত থাকে। এসজিএফএল-এর রুপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্যাবলি (Functions)-তে সম্মত হয়ে উভয়পক্ষ (পেট্রোবাংলা ও এসজিএফএল) এপিএ স্বাক্ষর করে থাকে। অর্থবছরের শুরুতে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রোডম্যাপ প্রণয়ন করে মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মাধ্যমে এপিএ চুক্তিপত্রে অঙ্গীকারাবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কোম্পানির কর্মকান্ড ও অগ্রগতির কৌশলগত উদ্দেশ্য, বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারিত ছক অনুযায়ী পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। ২০১৪-২০১৫ হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ শতভাগ অর্জনের দিকে এসজিএফএল ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। উক্ত অর্থবছরগুলোতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে এসজিএফএল-এর অর্জন নিম্নরূপ:

ক্রমিক	অর্থবছর	কর্মসম্পাদন সূচকের পূর্ণমান	প্রকৃত অর্জন
১.	২০২২-২০২৩	১০০	৯৮.৭৪
২.	২০২১-২০২২	১০০	৯৭.২০
৩.	২০২০-২০২১	১০০	৯৮.৫০
৪.	২০১৯-২০২০	১০০	৯৫.৭০
৫.	২০১৮-২০১৯	১০০	৯৫.৭০
৬.	২০১৭-২০১৮	১০০	৯০.০০
৭.	২০১৬-২০১৭	১০০	৯৭.৩০
৮.	২০১৫-২০১৬	১০০	৯০.২০
৯.	২০১৪-২০১৫	১০০	৮৭.৬০

১২.০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ম্যুরাল (প্রতিকৃতি)

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গনে জাতির পিতার ১০ ফুট উচ্চতা ও ৮ ফুট প্রস্থের একটি ম্যুরাল স্থাপন করা হয়েছে।

১৩.০ ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় পেট্রোবাংলা এবং এসজিএফএল-এর মধ্যকার স্বাক্ষরিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী এসজিএফএল-এর ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সেবা সহজীকরণের আওতায় এ বছর কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আইডি কার্ড প্রাপ্তি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সহজীকরণ করা হয়েছে। কোম্পানির কাজের গতিশীলতা, গুণগত পরিবর্তন ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে কোম্পানিতে ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।

১৪.০ স্বাস্থ্য সেবা

গ্যাস উৎপাদন ও কনডেনসেট প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে কমর্রতদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান কার্যালয়সহ সকল ফিল্ড/স্থাপনায় মেডিকেল সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে। নিয়োজিত চিকিৎসকগণের মাধ্যমে কোম্পানির মেডিকেল সুবিধার আওতায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ তাদের পরিবার এবং নিভর্রশীলদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।

১৫.০ নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড-স্থাপনাসমূহ সরকারের সর্বোচ্চ সংরক্ষিত ও কেপিআই গ্রেড-১ তালিকাভূক্ত স্থাপনা। কেপিআই-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিরাপত্তা বিধিমালা কোম্পানিতে যথাযথভাবে মেনে চলা হয়। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও ফিল্ড-স্থাপনাদির নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য আনসার সদস্য ও কোম্পানির নিজস্ব নিরাপত্তা জনবলকে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়। এছাড়া, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হলে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা নেয়া হয়। নিরাপত্তা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা করার জন্য সভা করা হয় এবং পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হয়। রাত্রিকালীন ডিউটিতে সশস্ত্র টহল ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্ট্রীট লাইট ও ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা রয়েছে। কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ও সকল ফিল্ড ও স্থাপনার প্রধান ফটকে নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি যথা- আন্ডার ভেহিকল সার্চ মিরর, মেটাল ডিটেক্টর এর ব্যবহারসহ সকল স্থাপনায় (প্লান্টসহ) সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। এছাড়া, কোম্পানির প্রধান কার্যালয়সহ ফিল্ড/স্থাপনাসমূহের প্রবেশদ্বারে সিকিউরিটি আর্চওয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

১৬.০ জনবল

কোম্পানির বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে ৪৮৮ জন কর্মকর্তা ও ৪৭৫ জন কর্মচারী সমন্বয়ে মোট ৯৬৩ জন জনবলের সংস্থান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ তারিখের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩৩৪ জন কর্মকর্তা ও ২৩১ জন কর্মচারীসহ মোট ৫৬৫ জন জনবল কমর্রত ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৭ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন এবং ২ জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করেন। কোম্পানিতে বিদ্যমান জনবল সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সাধারণ ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (সাধারণ) পদে ৩০ জন, সহকারী কর্মকর্তা (সাধারণ) পদে ১৪ জন, কারিগরি ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক (কারিগরি) পদে ২৫ জন, উপসহকারী প্রকৌশলী পদে ১৮ জন, হিসাব ক্যাডারে সহকারী ব্যবস্থাপক(হিসাব) পদে ১৩ জন এবং সহকারী কর্মকর্তা (হিসাব) পদে ৪ জনসহ মোট ১০৪ জন কর্মকর্তাকে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

১৭.০ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

কোম্পানিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গঠিত নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক প্রণীত মাঠ পর্যায়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২৩ অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে 'অংশীজন সভা', শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন, নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণের ওরিয়েন্টেশন ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, কোম্পানির পূর্ত কাজ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পাদন, কোম্পানির যানবাহনের জ্বালানি ব্যবহারের যথার্থতা পরিবীক্ষণ (লগবই পরীক্ষণ), যথাযথ প্রক্রিয়ায় কোম্পানির ডিসপেনসারী হতে ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ (পেশেন্ট বুক পরীক্ষণ) ইত্যাদি কর্মসূচি প্রতিপালন করা হয়। এছাড়া, ২০২২-২৩ শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালার আলোকে কোম্পানির ২ হতে ৯ গ্রেড ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে দুইজন কর্মকর্তাকে, ১০ হতে ১৬ গ্রেড ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে যৌথভাবে তিনজন কর্মচারীকে এবং ১৭ হতে ২০ গ্রেড ভূক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে যৌথভাবে তিনজন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৮.০ মানব সম্পদ উন্নয়ন

কোম্পানির জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রশিক্ষণসমূহ ছিল মূলত অনলাইনভিত্তিক এবং ইনহাউজ ও কাস্টমাইজড। এ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমান ছিল স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং বিদেশ প্রশিক্ষণ খাতে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বদেশ প্রশিক্ষণ খাতে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। সরকারি বিধি নিষেধ থাকার কারণে আলোচ্য বছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল।

১৮.১ স্থানীয় প্রশিক্ষণ

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির ৫১টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় ৩১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১০টি ইনহাউজ কর্মসূচীর আওতায় ২৭২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৪টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের আওতায় ৭৬৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৮.২ বিদেশ প্রশিক্ষণ

সরকারি বিধি নিষেধ থাকার কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিদেশ প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল। তবে এ বছর International Atomic Energy Agency কর্তৃক অর্থায়ন ও আয়োজনে ১৪-০৫-২০২৩ হতে ০১-০৬-২০২৩ সময়কালে মালয়েশিয়াতে অনুষ্ঠিত Radiographic Testing-Digital (RT-D) বিষয়ক প্রশিক্ষণে কোম্পানির ১জন উপব্যবস্থাপক পদমর্যাদার কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

১৯.০ শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক

২০২২-২৩ অর্থবছরে কোম্পানির কর্মপরিবেশ সন্তোষজনক ছিল। উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সময়ে সময়ে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

২০.০ তথ্য অধিকার আইন

কোম্পানিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বাস্তবায়নের জন্য ১ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ১ জন বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর অধীনে কোনো তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং যেকোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করে থাকেন। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তথ্য চেয়ে কোম্পানির কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করেননি। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য কোম্পানির ৪০ জন কর্মকর্তাকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৩টি ধাপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানির আশেপাশের বিভিন্ন স্থাপনায় স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ সম্পর্কে কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন আইন, বিধি এবং পরিপত্র কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২১.০ কল্যাণমূলক কার্যক্রম

২১.১ শিক্ষা বৃত্তি

কোম্পানির দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি শিক্ষাবৃত্তি স্কীমের আওতায় কোম্পানিতে চাকুরিরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ছেলে-মেয়েদের এসএসসি/সমমান, এইচএসসি/সমমান, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষাসমূহের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে মাসিক ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়।

২১.২ প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর)

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম ও র‍্যালি আয়োজনে জৈন্তাপুর, গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার এবং বাহুবল উপজেলাকে সর্বমোট ১,২৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা এককালীন অনুদান এবং মহান বিজয় দিবস উদযাপনে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত চার উপজেলাকে ১,৫৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অনুদান হিসেবে বার্ষিক মোট ৮,২৫,০০০.০০ (আট লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যক্তি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অঙ্কের অনুদান প্রদান করা হয় যার সর্বমোট পরিমাণ ৬০,৭৭,৭৮৮.০০ (ষাট লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশত আটাশি) টাকা।

২১.৩ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড

কোম্পানি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সরকারি নির্দেশনার আলোকে জাতীয় দিবসসমূহ পালন করার পাশাপাশি এ অর্থবছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদন কার্যক্রমের আওতায় বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন করেছে।

২২.০ জাতীয় দিবসসমূহ

২২.১ জাতীয় শোক দিবস পালন

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৫-০৮-২০২২ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের অফিস প্রাঙ্গনে জমায়েত (কালো ব্যাজসহ), জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধনমিতকরণ, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পন, পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, তর্জমা এবং ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টে জাতির পিতাসহ সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। জৈন্তাপুর উপজেলা কমপ্লেক্স প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও এসজিএফএল পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, এসজিএফএল কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসহ সকল স্থাপনায় মিলাদ, বিশেষ দোয়া এবং শিরনী বিতরণ করা হয়।

২২.২ বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল দিবস ২০২২ পালন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল ফিল্ড/স্থাপনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৮-১০-২০২২ তারিখ দিবসের শুরুতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য প্রতিযোগিতা আয়োজন, আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

২২.৩ মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয় ও হরিপুর গ্যাস ফিল্ডসহ সকল ফিল্ড/স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২২ উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক শহীদ মিনারে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

২২.৪ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তন্মধ্যে ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে বিদেশী শেল অয়েল কোম্পানির নিকট হতে দেশের ৫টি বৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর দেশীয় মালিকানার ভিত্তি রচনা করেন। জাতির পিতার এ যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে প্রতি বছর ৯ আগস্ট জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালেও অন্যান্য বছরের ন্যায় জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে যে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত রচনা করেছিলেন তার অন্যতম দু'টি গ্যাস ক্ষেত্র 'রশিদপুর' ও 'কৈলাশটিলা' এসজিএফএল পরিচালনা করছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় বঙ্গবন্ধুর এ দূরদর্শী ও রাষ্ট্রনায়কোচিত অবদানকে অবিস্মরণীয় করে রাখার জন্য তাঁর স্মৃতিবিজড়িত ২টি গ্যাস ফিল্ড যথা- রশিদপুর ও কৈলাশটিলা গ্যাস ফিল্ডে স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয় যা গত ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩' এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় উন্মোচন করেন।

২২.৫ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ পালন করা হয়। দিবসের শুরুতে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে জমায়েত হয়ে কালো ব্যাজ ধারণ করে। প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও অর্ধ-নমিতকরণ এবং সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। অতঃপর শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, তর্জমা এবং শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরিশেষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় শহীদদের স্মরণে বক্তব্য প্রদান করেন।

২২.৬ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস ২০২৩ উদযাপন

এসজিএফএল-এর প্রধান কার্যালয়সহ সকল স্থাপনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষন স্মরণে "ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস" উদযাপন করা হয়। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ ও সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ সমবেত হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

২২.৭ ঐতিহাসিক ১৭ই মার্চ দিবস ২০২৩ উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ই মার্চ সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড এর পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর মুর‍্যালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, শোভাযাত্রা, প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসজিএফএল পরিবারের সকল সন্তানদেরকে নিয়ে জন্মদিনের কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

২২.৮ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে এসজিএফএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক শহীদ মিনারে ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতঃপর অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কেক কাটা হয়।

২৩.০ চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশকের বেশী সময় ধরে এসজিএফএল-এর গ্যাস ফিল্ডগুলো হতে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত থাকায় উত্তোলনযোগ্য মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ দীর্ঘ সময়ে কোম্পানি তার প্রথম উৎপাদিত গ্যাস ক্ষেত্র ছাতক ফিল্ড এবং পরবর্তী সময়ে ফেঞ্চুগঞ্জ ফিল্ড উৎপাদনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত রাখতে না পারায় বর্তমান গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাস মোকাবেলায় দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসজিএফএল-এর গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ২০০২ সাল নাগাদ যেখানে দৈনিক ২১০-২২০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক ছিল সেখানে বর্তমানে তা দৈনিক কমবেশী ৯৩ মিলিয়ন ঘনফুটে নেমে এসেছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি এসজিএফএল-এর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। কোম্পানির বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ডে কয়েকটি কূপে মাত্রাতিরিক্ত পানি আসায় উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ অর্থবছরে কোম্পানি বন্ধ থাকা বিয়ানীবাজার-১নং কূপটি ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে কমবেশী দৈনিক ৯ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন করে গ্যাস উৎপাদনের হার দৃঢ় রাখতে সক্ষম হয়েছে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ২০২৪ সালের মধ্যে ৭টি কূপ ওয়ার্কওভার, ৭টি নতুন কূপ খনন ও ১টি গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এ কোম্পানি দৈনিক ১৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। এছাড়া, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার ও নতুন কূপ লোকেশন চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বিয়ানীবাজার ফিল্ডে ১৯১ বর্গকিলোমিটার এবং এ্যাকরেজ ব্লক ১৩ ও ১৪ এর অবমুক্ত এলাকায় ৮৬৫ বর্গকিলোমিটার ব্যাপী ত্রিমাত্রিক সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কোম্পানির প্রাচীনতম হরিপুর ফিল্ডে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন সিলিকাজেল প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে দ্রুত কূপ খননের প্রকল্প গ্রহণে এসজিএফএল আগ্রহ ব্যক্ত করছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, দেশের প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এসজিএফএল জন্মলগ্ন থেকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত রেখে চলেছে। অনেক সমস্যা সংকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করেও আলোচ্য বছরে প্রতিষ্ঠানটির নিট করোত্তর মুনাফা ৪২%, নিট বিক্রয়লব্ধ আয় ৩১% ও স্থায়ী সম্পদ ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। সকল বন্ধ কূপসমূহ ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে পুনঃউৎপাদনে নিয়ে আসা, বিশেষ বিধানের আওতায় ৭টি কূপ খনন প্রকল্পসহ তাৎক্ষনিক স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় ১৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করে গ্যাস উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান ধারা উত্তরণ করতে পারবে। এছাড়া, ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রেখে বিএসটিআই মানমাত্রার পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে দেশের জ্বালানি সংকট ও কোম্পানির বিদ্যমান

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, গত ০১-০৭-২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর সাপেক্ষে এসজিএফএল-এর গ্যাসের মার্জিন প্রতি ঘনমিটার ০.২০২৮ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১.০০ টাকা হয়েছে এবং একই সাথে পেট্রোলিয়াম পণ্যের করপূর্ব মূল্য লিটার প্রতি ডিজেল: ৪৭.৮২৬০৯ হতে ৬৯.৯৭ টাকা, কেরোসিন: ৪৮.৬৯৫৬৫ হতে ৭০.৮৪ টাকা, পেট্রোল: ৫২.১৭৩৯১ হতে ৭৪.১৪ এবং অকটেন: ৫৮.২৬০৮৬ হতে ৮০.২৩ টাকায় উন্নীত হয়েছে যা নতুন কূপ খনন/বন্ধ কূপসমূহের ওয়ার্কওভার প্রকল্প গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গ্যাসের মার্জিন ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পেট্রোবাংলার প্রতি এসজিএফএল-এর পরিচালনা-পর্ষদের পক্ষ হতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমরা আশাবাদী পরিচালক পর্ষদ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দূরদর্শী উদ্যোগ ও নির্দেশনায় কোম্পানির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও মেধাসম্পন্ন জনবল নিজ নিজ কর্মপ্রচেষ্টার সম্মিলন ঘটিয়ে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

আমি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড-এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের এ প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা, অনুমোদন ও গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

আল্লাহ হাফেজ।

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে,

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন

চেয়ারম্যান

এসজিএফএল পরিচালনা পর্ষদ।